দৈনিক
দিনকাল
THE DAILY DINKAL

১৭-১২-০৭

শিক্ষার মান এবং করণীয়

ড. এম আজিজুর রহমান

জনশ্রুতি আছে যে বাংলাদেশের সর্বস্তরের শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার মান আশানুরূপ নয়। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও ব্যতিক্রমধর্মী কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বাদ দিয়ে বলা যায় যে, আমরা লেখাপড়া ও শিক্ষাদীক্ষায় বিগত প্রজন্মের তুলনায় বেশ এগিয়ে আছি। সফলতার সঙ্গে আরও এগুতে পারবো যদি আমরা নেতিবাচক সমালোচনায় বিভ্রান্ত না হই। মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সমাজ ও দেশবাসীর উৎসাহ উদ্দীপনা, উপদেশ ও গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আজ অবধি প্রায় একশ' বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহ সংখ্যায় যথেষ্ট না হলেও অপর্যাপ্ত নয়। উচ্চ শিক্ষার এই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলো শত বছর ধরে শুধু টিচিং ইনস্টিটিউট বলে পরিচিত। এগুলোতে ছোটখাট গবেষণার কিছু প্রচেষ্টা থাকলেও দেশের উন্নয়নে ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গঠনে বড় ধরনের কোনো গবেষণালব্ধ ফল বা অবদান আমাদের সামনে নেই। দ্বিতীয়ত প্রায় এক বছর আগে উচ্চ শিক্ষার মান নিয়ে বিশ্বব্যাপী একটা জরিপ হয়ে গেল। জরিপের ফলাফল হিসেবে বিশ্বমানের প্রায় পাঁচশ' বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তালিকায় প্রতিবেশী স্বল্প উন্নত দেশ ভারতের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থাকলেও বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ওই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তৃতীয়ত আমাদের জন্য আরো দুঃখজনক হলো যে আমাদের অর্জিত শিক্ষা ও সনদপত্র দিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক চাকরি বাজারে প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে পারি না। চাকরি প্রার্থীদের নতুন করে পশ্চিমা ও উন্নত দেশের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

ওপরের এ চিত্রটি দেখে নিরাশ হলে আমরা আরো পিছিয়ে পড়ব। আমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে হবে। আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে আরো উন্নতমানের ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। এদেশের খেলোয়াড়রা অলিম্পিক খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না, খেলতে পারে না তা নয়। আমাদের খেলোয়াড়রা উন্নত বিশ্বের অনেক খেলোয়াড়রে ন্যায় ভালো প্রশিক্ষণের পরিবেশ পায় না। তাছাড়া মানসম্পন্ন খাবার ও পুষ্টির পার্থক্যজনিত কারণেও বিদেশের সঙ্গে আমাদের কিছুটা হলেও অমিল লক্ষ্য করা যায়। আবার গবেষণা বলতে বাংলাদেশে একেবারে কিছুই হয়নি এটাও ঠিক নয়। সাড়ে সাত কোটি লোকের স্বাধীন বাংলাদেশে খাদ্য ও ভাতের যথেষ্ট অভাব ছিল। আজ চৌদ্দ কোটি লোকের এ দেশে সত্যি কথা বলতে খাদ্যের অভাব নেই। এটি সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট গবেষক ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রায় অর্ধশত উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ আবিষ্কারের ফলে। যদি পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার দুই পড়ে শক্ত বেড়িবাঁধ দেয়া সম্ভব হয় তাহলে ছোটখাট প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকলেও আমরা চেষ্টা করলে বিশ্বের বুকে বড় ধরনের একটি চাল রফতানিকারক দেশ হিসেবে সুনাম অর্জন করতে পারবো। শুরুতেই বলা হয়েছে, শিক্ষার মানের অধঃপতন হচ্ছে বলে প্রায়শই শোনা যায়। আসলে শিক্ষার মানের অবনতি হচ্ছে, না উন্নতি হচ্ছে, না স্থিতিশীল আছে, এটি সবিস্তারে চিন্তা ভাবনার বিষয়। বস্তুত শিক্ষার মান বলতে কি বোঝায়, এর সংজ্ঞা কি, কি ধরনের মাপকাঠি দিয়ে শিক্ষার মান পরিমাপ করা যায় তা আমরা কেউই জানি না, না জেনেও অনেক সমালোচনা করি। শিক্ষা সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করি যা এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিত সমাজকে বিভিন্নভাবে নিরুৎসাহিত করে। আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য এটা অবশ্যই সুখকর নয়। শিক্ষার মান কাকে বলে তা না জানলেও শিক্ষার মানের সার্বিক ও গড়পড়তা উন্নয়ন হচ্ছে বলে এ প্রবন্ধে তার চিত্র তুলে ধরা হলো।

আমরা যদি বিগত প্রজন্ম, বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত প্রজন্মের কথা ভাবি তাহলে স্পষ্টত আমরা দেখতে পারি যে, শিক্ষার মানের সার্বিক উন্নয়ন হচ্ছে। যেমন চাকরিতে বর্তমান প্রজন্ম আগের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ ও উৎপাদনশীল। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানায় নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং ব্যবসায়ী উদ্যোক্তারা অনেক বেশি দক্ষ ও চৌকস। তারা মানসম্পন্ন পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে চলেছেন এবং বিশ্বে আমাদের দ্রব্যসামগ্রীর মান স্বীকৃতি পাচ্ছে। তারা রফতানি পণ্য সময় মতো জাহাজে তুলে দিতে পারছে। বিদেশি আমদানিকারক ও ভোক্তাগণ আমাদের দেশের উৎপাদিত মানসম্পন্ন দ্রব্যসামগ্রী সময় মতো পেয়ে পরিতৃপ্ত হচ্ছে।

বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ গবেষণায় ও তত্ত্বভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে হলেও কারিগরি পদ্ধতির উৎপাদিত শিল্পসামগ্রীর উন্নয়ন করেছেন। এর সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় অনেক উন্নতমানের পদ্ধতির সংযোগ ঘটাতে পেরেছেন। বর্তমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ব্যবসায় ও শিল্পখাতে এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যা সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার একটি নতুন সংযোজন। এ সব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গ্রাজুয়েট তৈরি করছে। বেসরকারি খাত সম্প্রসারণ ও এর সার্বিক উন্নয়নে এরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আগের তুলনায় উচ্চ শিক্ষিত ছাত্ররা দেশি-বিদেশী বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে, ব্যাংক, বীমা-ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসে ভাল ভাল পদে চাকরি পাচ্ছে। ফলে এসব সংস্থা দ্রুতগতিতে অধিক সফলতা অর্জন করছে। বর্তমান গ্রাজুয়েটরা দেশে ও বিদেশে এবং দেশের ভেতরে বিভিন্ন দেশি-বিদেশী কোম্পানিতে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে এই সব প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করতে পেরেছে।

দেশের বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি যেমন রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসায়ী খাতে উদ্যোক্তাদের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব বিরাজ করছে। এ সব কিছুরই যদি আমরা সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারি তাহলে আমরা অনেক বেশি সফলতা অর্জন করতে পারবো। বর্তমান শিক্ষা প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করে উন্নয়নে সফলতা অর্জন করতে পারবো। আমাদের জাতীয় আয়, উৎপাদন ও উন্নয়ন, বেকার সমস্যার দূরীকরণসহ জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

আগেই বলা হয়েছে বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ আগের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ হতে পারছে। এর বিশেষ কিছু কারণও আছে। বর্তমান প্রজন্ম বুঝে ফেলেছে যে আমরা চাকরি ও ব্যবসায় যাই করি না কেন আমাদের নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন। একটি পেশাগত জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধি অর্জন। দ্বিতীয়টি হলো ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন- যাতে করে আধুনিক গবেষণালব্ধ প্রযুক্তিবিদ্যায় যথাযথভাবে অবহিত হওয়া যায়। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হচ্ছে কম্পিউটার লিটারেসি সম্পর্কিত। এ সব দক্ষতা অর্জনের ফলশ্রুতিতে বর্তমান প্রজন্ম আগের তুলনায় অনেক বেশি চৌকস ও চটপটে।

বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আধুনিক জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও অনুকূল পরিবেশ পেয়ে নিজেকে অনেক ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ পাচ্ছে। তারা সুন্দর সাজসজ্জা করে, সুন্দর করে এবং গুছিয়ে কথাবার্তা বলে, জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অকাট্য যুক্তি দিতে পারে। এ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা কাজে-কর্মে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বাধীনভাবে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোগ নিতে পারদর্শী যা সফলতার জন্যে বিশেষভাবে সহায়ক।

মাদরাসা শিক্ষায় শুধু কারিকুলামের পুনর্বিন্যাস যথেষ্ট নয়। উল্লেখ্য, এর যথাযথ প্রয়োগে আধুনিক শিক্ষার উন্নয়নও সুনিশ্চিত করতে হবে। তাই বেশি বেশি করে গণিত, ইংরেজি, কম্পিউটার সাইন্সের বাস্তবমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের বিশেষভাবে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। তাহলে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা/গ্রাজুয়েটরা সাধারণ গ্রাজুয়েটদের মতে বিসিএস পরীক্ষায় ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিসহ ভাল ভাল চাকরির সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও সফলতা অর্জন করতে পারবে।

আধুনিক, বাস্তব ও কর্মমুখী এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করে আমাদের যুব সমাজকে একটি বিশাল দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এভাবেই বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতিতে সমান্তরাল ও আলাদাভাবে চলতে না দিয়ে উভয়ক্ষেত্রে সমানভাবে গুরুত্ব আরোপ ও আধুনিকীকরণ করতে হবে।

লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর ও প্রধান উপদেষ্টা (অর্থনীতিবিদ), ইনস্টিটিউট অভ পলিসি রিসার্চ (আইপিআর), উত্তরা ইউনিভার্সিটি।